বেতন না পেয়ে স্কুল পরিচালকের বিরুদ্ধে শিক্ষকের অভিযোগ

হুমকী, হয়রানির প্রতিকার ও প্রাপ্ত বেতন চেয়ে গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম অনুরাগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন স্কুলের বরখাস্তকৃত শিক্ষক শাহীন ইসলাম। অভিযুক্ত আবুল কাসেম অনুরাগী দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদকও।

লিখিত আবেদনের কপি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনসহ স্থানীয় দুটি প্রেসক্লাবের সভাপতি বরাবরও দিয়েছে আবেদনকারী।
বরখাস্তকৃত শাহীন ইসলাম তার লিখিত অভিযোগে বলেন, তিনি ৫ নভেম্বর ২০২১ সাল থেকে ২৬ অক্টোবর ২০২২ সাল পর্যন্ত গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজে সাধারণ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে তাকে নিয়োগপত্র ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন দেননি বলে অভিযোগ করেন। তিনি নিয়োগপত্র ও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বেতন চেয়ে এ আবেদন করেছেন।

তিনি আরো বলেন, গত ২৬ অক্টোবর ২০২২ ইং তারিখে বিভিন্ন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে স্কুল থেকে বরখান্ত করা হয় এবং এসএসির মুল সনদপত্র ও দুই মাসের বেতন আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা স্কুলের পরিচালক আবুল কাসেম আটকিয়ে রেখে হয়রানি করেন। এছাড়া মুঠো ফোনের মাধ্যমে আবুল কাসেম রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে একজন শিক্ষককে দিয়ে নানাভাবে হুমকী দেন। এছাড়া তার প্রকাশিত পত্রিকা দৈনিক আমাদের সূর্যোদয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে ওই শিক্ষকের ক্ষতি করবে বলেও হুমকি দেন। অবশেষে তিন মাস পর ১০ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে মুল সনদপত্র ফেরত দেন এবং দুই মাসের বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তিন মাস পার হলেও এখন পর্যন্ত আমার সেই দুই মাসের বকেয়া বেতন ফেরত দেননি। বিষয়টির প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে আবুল কাসেমের হয়রানির হাত থেকে মুক্ত ও দুই মাসের বকেয়া বেতন আদায় করে দিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, আবেদন দিলেও এখন আমার টেবিলে এসে পৌছায়নি। তবে আগামী (আজ) রবিবার আমার টেবিলে আসতে পারে। এধরণের অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে, ইউএনও অফিসের সহকারী বজলুর রহমান বলেন, দরখাস্ত পাওয়া গেছে ইউএনও স্যারের টেবিলে পৌছে দেওয়া হবে।
এ ব্যাপারে গাংনী সূর্যোদয় স্কুল এন্ড কলেজের পরিচালক আবুল কাসেম অনুরাগীর মোবাইলে মেহেরপুর প্রতিদিন থেকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ না করায় মতামত নেওয়া সম্ভব হয়নি।